মূল্য ৵১০ পয়সা

ভারত কথাচিত্রমের
সশ্রদ্ধ নিবেদন

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

নাম ভূমিকায় : গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

CAPS/GROYS

পরিচালনা - প্রফুল্ল চক্রবর্তী

Thursday.

ভারত কথাচিত্রম' এর

প্রথম সশ্রদ্ধ নিবেদন

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

নাম ভূমিকায় : কানু বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

সঙ্গীত পরিচালনা : প্রবীর মজুমদার

সঙ্গীত তত্ত্বাবধান : রবীন চট্টোপাধ্যায়

অন্যান্য ভূমিকায়

ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, আশীষ কুমার, চন্দ্রাবতী, শোভা সেন, পদ্মা দেবী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, অজন্তা, লীনা, মীরা, গৌর সী, নরেন চক্রঃ, ঋষি, দিলীপ রায়, শ্যাম দাস, দ্বারিক ও অরো অনেকে।

নেপথ্যকণ্ঠে : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও জপমালা

যন্ত্র সঙ্গীতে : ন্যাশন্যাল অর্কেষ্ট্রা

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও (১নং) তে গৃহীত

ও

বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরীজ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন : দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর কর্তৃপক্ষ ও উদ্বোধন কার্য্যালয়

একমাত্র পরিবেশক : কল্যাণী ফিল্মস্

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

বড় জ্বালা ঠাকুরের দেহে। বড় জ্বালা! আর সহ্য করিতে পারেন না তিনি!

ভৈরবী যজ্ঞেশ্বরী বলে, অমন হয়। বহু সাধকের অমন হয়েছে। সেরে যাবে।

ঠাকুরের গায়ে সে চন্দন লেপিয়া দেয়। গলায় পরায় সুগন্ধি ফুলের মালা। বলে, আমি বুঝতে পেরেছি কে তুমি, নিত্যানন্দের খোলে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। তুমিই যুগে যুগে অবতার।

তুমি অমন বলোনি গো, অমন কথা বলোনি। বড় বিব্রত হন ঠাকুর।

কিন্তু শুধু ভৈরবী যজ্ঞেশ্বরী নয়, পণ্ডিত বৈষ্ণবাচরণেরও সন্দেহ থাকেনা ইহাতে। প্রথমে সন্দেহ করিলেও পরে সন্দেহ ঘুচিয়া যায় মথুরা-মোহনের। সন্দেহের নিরসন হয় উলঙ্গ সন্ন্যাসী তোতাপুরীরও। দীক্ষা দিতে গিয়া ঠাকুরকেই তিনি গুরু বলিয়া প্রণাম করেন।

সারদা আসেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বলেন,—ওগো, তুমি কি চাও আমায় সংসারে টানতে? বিবাহিতা স্ত্রী তুমি, সে অধিকার তোমার আছে। বলো না?

—আমি সহধর্মিণী। ইষ্টপথে তোমায় আমি সাহায্য করতে এসেছি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন ঠাকুর। যাক, মা তাঁহার ব্যাকুল প্রার্থনা শুনিয়াছেন!

সহধর্মিণীর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—জানো, তোমাকে আমি সাক্ষাৎ জগদম্বা দেখি। নহবতের মা আর দক্ষিণেশ্বরের মা'র সাথে অভিন্ন দেখি তোমাকে।

শ্রীমা সারদাকে ঠাকুর মাল্যভূষিত করেন। ভোগ নিবেদন করেন। শ্রীমা সমাধিস্থ। সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি উঠিয়া যান। রামলাল, দীনু, হৃদয় অবাক হইয়া দেখে।

বেলঘরিয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানী কেশবের সহিত সাক্ষাৎ করেন ঠাকুর। কেশব আসেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বলেন,—তিনি সব, তিনি বহুরূপী।

ভক্ত যে-রূপটি ভলোবাসে, ভগবান তা
সেই রূপেই দেখা দেন। সাকার-নিরাকা
দুই-ই সত্য।

কেশবের দৃষ্টি খুলিয়া যায়। সর্বধ
সমন্বয়-সাধক ঠাকুরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ
কেশব।

নরেন আসে। অবিশ্বাসী নরেন।—
রাত যে খালি 'মা' 'মা' করেন, পা
আমায় আপনার মাকে দেখাতে?

তা পারেন ঠাকুর।

মা-কে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া ন
বিমূঢ়। সাংসারিক দ্বিধায় নরেন বিভ্রা
মহা দোটানায় উদভ্রান্ত। ঘরে তাহার
টেকেনা। ছুটিয়া বাহির হয় নরেন।

দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকে টা
লন ঠাকুর।

নাম শুনিয়া আসে গিরীশ। নি
কৌতূহল মিটাইতে। দেখেন কাছা খে
কোঁচা বগলে—ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠাকুর হরিনামকৃষ্ণ। বেদান্তের কথা নয়। সত্য সত্য।
করিতেছেন। টলিতেছেন মাতালের ম

মদ খাইয়াও আর মাতাল গিরী
নেশা হয়না। ফিরিয়া আসে।—
বুঝেছি, তুমিই আমার ইহকাল-পরক
তুমিই আমার ভগবান।

সন্দেহ ভঞ্জন হয় আরো অনেক
অবিশ্বাসীর। তাহারাও আসিয়া আশ্রয় লয়
ঠাকুরের পদপ্রান্তে।

তারপর—

ঠাকুরের গলায় বড় যন্ত্রণা। বড় যন্ত্রণা!

শ্রীম বলেন, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কিন্তু দেহ ধারণ করলে ভোগশোক দুই-ই
নিতে হয়।

তাই!

মহাপ্রয়াণের দিন সমাগত। ঠাকুরও
বোঝেন।

নরেন ঠাকুরের পদসেবা করে।

—নরেন, বড় যন্ত্রণা! এ দেহেও রোগ,
এর হাত থেকে কারুর রেহাই নেই।
ঃ, বড় যন্ত্রণারে!

নরেনের যেন বিশ্বাস হয়না।

—কিরে, বিশ্বাস হয়নি বুঝি? সত্যিই
ত্রেতা ও দ্বাপরের রাম ও কৃষ্ণ এ-দেহে

নরেন লুটাইয়া পড়ে ঠাকুরের বুকে।

ঠাকুর ঊর্ধে দাঁড়াইয়া। বরাভয় মুদ্রা।

অগণিত লোক তাঁহার পদতলে।

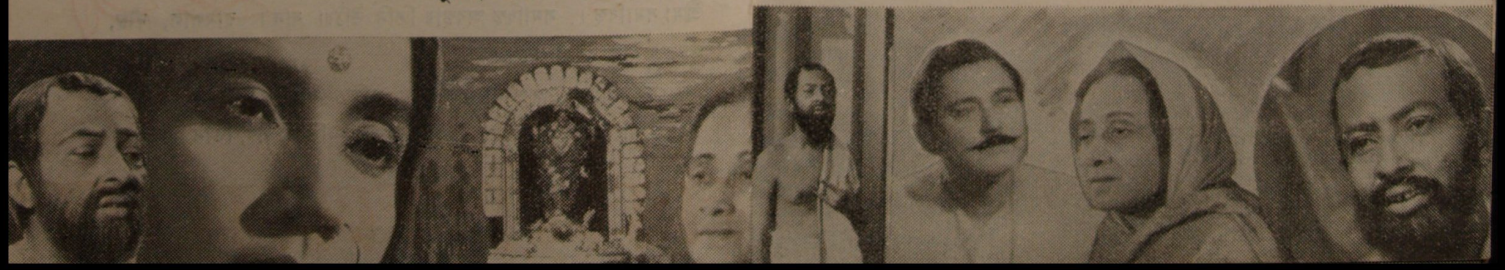

গান

(১)

রামকৃষ্ণের গান —

যে হয় পাষাণের মেয়ে
তার হৃদে কি দয়া থাকে ?
দয়াহীনা না হ'লে কি
লাথি মারে নাথের বুকে ?
দয়াময়ী নাম জগতে
দয়ার লেশ নাই মা তোমাতে
(মা) গলে পরো মুণ্ডমালা—
পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা, মা, ব'লে কতই ডাকি
শুনেও তুমি শোনো না কি,
প্রসাদ এমন লাথি খেকো তবু দুর্গা ব'লে ডাকে।

(২)

— রামকৃষ্ণের গান —

আমি হ'বো মা তোর কোলের ছেলে
কোলের ছেলে কোলে ব'সে মা
ডাকব কেবল মা মা বলে।

(৩)

— তীর্থযাত্রী ও তীর্থযাত্রীণীর গান —

বারী বারী রাম হু বারী আও
তুম গলি হমারী (হো)
তুম্ দরশন বিনা কল্ না পড়ত হৈ
জোঁউ বাট তুমহারী রে।
কওন সখী সু তুম্ রংগ রাতে হম্ সু
অধিক পিয়ারী (হো)
কিরপা কর মোহি দরশন দিজো
সব তক্সীর বিসারী রে ॥
তুম্ শরণাগত পরম দয়ালা ভবজল তার
মুরারী (হো)
মীরা দাসী তুম্ চরণ কি বার বার বলিহারী রে।

(৪)

— রামকৃষ্ণের গান —

উঠ গো করুণাময়ী খোল গো কুটির দ্বার
আঁধারে হেরিতে নারি হৃদি কাঁপে অনিবার ॥
তারস্বরে ডাকিতেছি তারা তোমায় কতবার
দয়াময়ী হয়ে মাগো একি কর ব্যবহার।
সন্তানে রেখে বাহিরে আছ শুয়ে অন্তঃপুরে
মা, মা ব'লে ডেকে,আমার হোলো অস্থি-চর্মসার ॥
ধ্বনি বর্ণ তান লয়ে তিনগ্রাম বসাইয়ে
এত ডাকি তবু নিদ্রা ভাঙেনা কি মা তোমার
খেলায় মত্ত ছিলাম ব'লে বুঝি মুখ বাঁকাইলে
চাও মা বদন তুলে খেলিতে যাবনা আর ॥

(৫)

— রামকৃষ্ণের গান —

কেশব কুরু করুণাদীনে কুঞ্জ-কানন চারী
জয় মাধব মনোমোহন মোহন মুরলীধারী,

(৬)

— রামকৃষ্ণের গান —

মা ত্বং হি তারা, মা ত্বং হি তারা।
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।

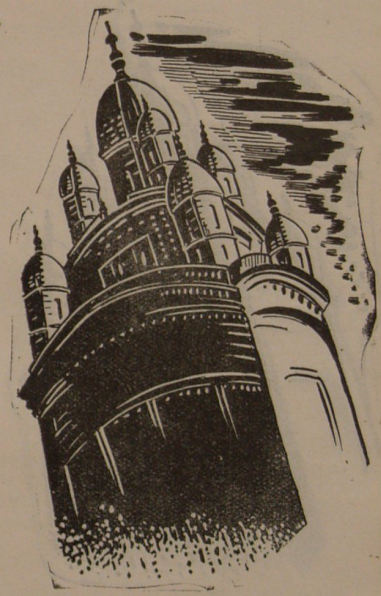

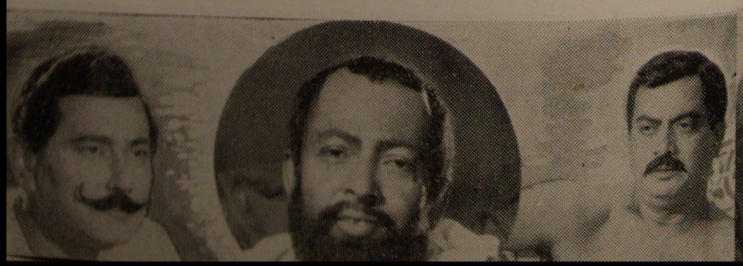

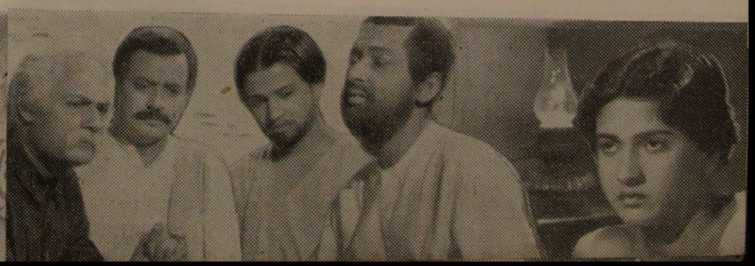

তোরে জানি মা দীন-দয়াময়ী তুমি দুর্গমেতে
দুঃখ হরা॥

ত্বং হি তারা—ত্বংহি তারা ॥

তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি সর্বমূলে গো মা
আছ সর্বঘটে অক্ষপুটে সাকার আকার নিরাকারা
ত্বং হি তারা ॥

তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী, মাগো
তুমিই জগদ্ধাত্রী ম

তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী সদা শিবের মনোহরা
ত্বংহি তারা, ত্বং হি তারা ॥

(৭)

— বাউলের গান —

কি আনন্দেরই কথা উমে, এ কি
আনন্দেরই কথা উ

আনন্দ আনন্দ আনন্দ রে—
লোকের মুখে শুনি সত্যি বল্ শিবানী
অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে ॥

অপর্ণে যখন তোমায় অর্পণ করি
ভোলানাথ ছিলেন তখন মুষ্টিভিখারী
আজ কি সুখের কথা শুনি শুভঙ্করী গো
বিশ্বেশ্বরী তুই কি বিশ্বেশ্বরের বামে ॥

ক্ষেপা ক্ষেপা বলতো সবাই দিগম্বরে
যন্ত্রণা সয়েছি কত ঘরে পরে
এখন, দ্বারী আছে নাকি বিশ্বেশ্বরের দ্বারে
দরশন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে ॥

(৮)

— রামকৃষ্ণের গান —

কে জানে কালী কেমন,
যড়দর্শনে না পায় দরশন
ওগো মূলাধারে সহস্রারে
সদাযোগী করে মনন, করে মনন
সে যে, ঘটে ঘটে বিরাজ করে
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥

(৯)

— রামকৃষ্ণের গান —

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে আমার মন
তলাতল খুঁজ্‌লে পাতাল পাবি রে প্রেম-রত্নধন
খোঁজ খোঁজ খোঁজ খুঁজ্‌লে পাবি
হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে
হৃদে অনুক্ষণ ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙায় ডিঙে চালায় বল
সে কোন্ জন
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥

(১০)

— নরেন্দ্রনাথের গান —

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই,
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই ॥

ক খেলায় আমি খেলি বা কেন
াগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন
ৃ কেমন ঘোর হবেনা কি ভোর !

ধীর অধীর যেমতি সমীর
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই ॥

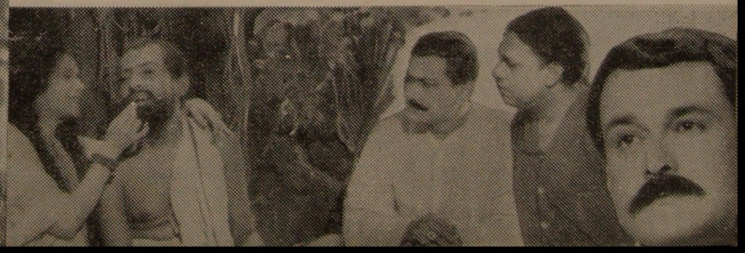

(১১)

— রামকৃষ্ণের গান —

মন-মাতালে মাতাল করে
মদ-মাতালে মাতাল বলে
সুরাপান করিনে আমি
সুধা খাই জয়-কালী ব'লে ॥

(১২)

— নরেন্দ্রনাথের গান —

আমার কতদিনে হবে সে প্রেম-সঞ্চার
আমি হ'য়ে পূর্ণকাম বল্‌ব হরিনাম
নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার ॥
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন
কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন
সংসার বন্ধন হইবে মোচন
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার ॥
কবে যাবে আমার ধরম করম
কবে যাবে জাতি-কুলের ভরম ॥
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম
পরিহরি অভিমান লোকাচার ॥
মাখি সর্ব-অংগে ভক্ত পদধূলি
স্কন্ধে লয়ে চির-বৈরাগ্যেরই ঝুলি
পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি
অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম-যমুনার ॥
বল ঠাকুর, কতদিনে হবে সে-প্রেম সঞ্চার ॥

(১৩)

— জনতার গান —

যাং ব্রহ্মা বিষ্ণু গিরিশশ্চ দেবাঃ
ধ্যায়ন্তি গায়ন্তি নমস্তি নিত্যং
তৈ প্রার্থিতস্ত পরাবতার
দ্বি-বাহুধারী ভুবি রামকৃষ্ণ ॥
স্থাপকায়শ্চ ধর্মস্ত সর্বধর্ম-স্বরূপীনে
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥
তে ভগবতে রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥
তে ভগবতে রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

চিত্র গ্রহণ : বিভূতি চক্রবর্ত্তী ; শব্দগ্রহণ : সুশীল সরকার ; শিল্পনির্দ্দেশ : বংশী চন্দ্রগুপ্ত,
শ্যোঙ্কন : আর, সিন্ধে ; সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ; ব্যবস্থাপনা : সুশীল সেনগুপ্ত ;
মঞ্চশিল্পী : পুলিন ঘোষ ; রূপসজ্জা : মদন পাঠক ;
স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও সাংগ্রীলা (এড্‌না লরেঞ্জ)
প্রচার : ক্যাপস (সি, এ, পি, স)
আলোক সম্পাত : পৃথ্বীশ রায় চৌধুরী, কেষ্ট রায়, পরমেশ্বর, কালীচরণ, রাম খেলান,
বিশেষ আলোক সম্পাত : তাপস সেন

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনা : সিতাংশু ঘোষ, দয়ারাম ভক্ত, মৃণাল মুখার্জ্জি
সঙ্গীত : সমীরবন্ধু
চিত্রগ্রহণ : বীরেন ভট্টাচার্য্য, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু রায় চৌধুরী
শব্দগ্রহণ : চঞ্চল ঘোষ, গজেন্দ্র পরিদহ, শিল্প নির্দ্দেশ : সুরেশ্বর চন্দ্র,
সুভাষ সিংহ রায়।
সম্পাদনা : নিরঞ্জন বোস।
ব্যবস্থাপনা : অসিত বোস, নিতাই সরকার, দেবু ঘোষ, চণ্ডী দত্ত।
মঞ্চশিল্পী : পীতবাস, মহম্মদ আলি।
রূপসজ্জায় : কার্ত্তিক দাস, সতোন বোস
সাজসজ্জায় : নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই।

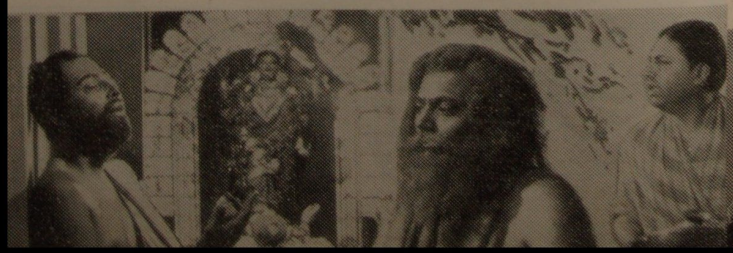

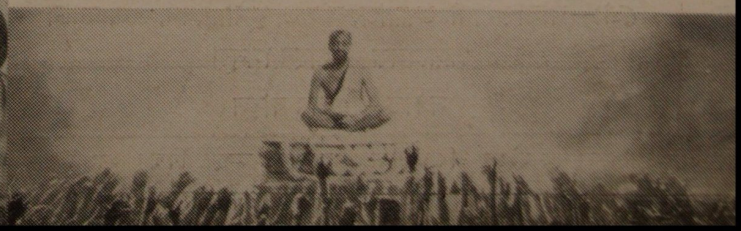

শীঘ্রই আসিতেছে

কল্যাণী ফিল্মসের পরিবেশনায়

ইণ্ডিয়া ফিল্মসের

শাহাজাদা

শ্রেঃ—শীলা রমানী, অজিত, বেগম পারা, কৃষ্ণ কুমারী,
জনি ওয়াকার

পরিচালক—মোহন সিন্‌হা - সঙ্গীত-নাসাদ

★★
★

আর, ডি, ফিল্মসের

সুলতানা ডাকু

শ্রেঃ—শীলা রমানী, জয়রাজ, ললিতা কুমারী, বি, এম, ভ্যাস

পরিচালক—মোহন সিন্‌হা

সঙ্গীত—বিপিন বাবুল

ক্যাপসের পক্ষ হইতে রবি বসু দ্বারা সম্পাদিত, কল্যাণী ফিল্মস্ ৩নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইতে প্রকাশিত ও জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত।